আজকের কাগজ

তারিখ ...২৯ NOV 1994...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

লালমনিরহাট জেলা জামাতের আমীরের কাণ্ড ॥ ২০ বছর মাদ্রাসায় চাকরি করার পর অবশেষে ভুয়া সার্টিফিকেটের রহস্য ফাঁস

জয়নাল আবেদীন : দীর্ঘ ২০ বছর মাদ্রাসায় দাপটের সঙ্গে চাকরি করার পর অবশেষে জামাতের জেলা আমীর মাওলানা শামসুল হকের কামিল পাসের সার্টিফিকেট ভুয়া বলে প্রমাণিত হওয়ার চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেছে। প্রকাশ, লালমনিরহাট জেলা জামাতের আমীর মাওলানা শামসুল হক ১৯৭৩ সালে কালীগঞ্জ থানার কাশিরাম একরামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় প্রথম সিনিয়র মাওলানা শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সে সময় থেকে তিনি কামিল তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সার্টিফিকেট দাখিল করে প্রতিমাসে ১ হাজার ৭০ টাকা সরকারি অনুদান ভোগ করতে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীতে অভিনব কৌশলে কামিল তৃতীয় বিভাগের পরিবর্তে ২য় বিভাগ উত্তীর্ণের সার্টিফিকেট মূল নথিপত্রে সংযুক্ত করে বেতন বৃদ্ধির আবেদন করেন এবং যথারীতি তা অনুমোদন শেষে ১ হাজার ৬শ' ৫০ টাকা করে তিনি সরকারি অনুদান ভোগ করতে থাকেন। এদিকে তার আচার-আচরণে সন্দেহ হলে মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষক এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পরে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন তার মূল সার্টিফিকেট দাখিল করার জন্যে এক আদেশ প্রদান করে। কিন্তু মাওলানা শামসুল হক বিভিন্ন অজুহাতে দেই-দিচ্ছি কিম্বা দেখাচ্ছি বলে শুধু সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। সেই সঙ্গে দীর্ঘ দিনেও তা প্রদর্শনে ব্যর্থ হন। এ ব্যাপারে জাতীয় দৈনিকসহ স্থানীয় কাগজে ব্যাপক লেখালেখি হলে চলতি বছরের ১২ জুন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ১০২৪৩/৩ বিশেষ নং স্মারকে কামিল পাসের মূল সনদপত্র প্রদর্শন না করা পর্যন্ত উক্ত মাওলানার অনুদান প্রদান বন্ধ রাখার আদেশ দেন। এদিকে এই পরিস্থিতির আলোকে মাদ্রাসার কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি কালীগঞ্জ থানা নির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কাছে সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে বিশেষ পত্র প্রেরণ করলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ৪৮৪নং স্মারকের তাং ৫-১০-৯৪ জবাব দেন মাওলানা শামসুল হক ২য় বিভাগের কামিল পাস করেননি। এর পরও অজ্ঞাত কারণে গত ৩০ অক্টোবর মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহা পরিচালক ১৬৪৯৩ স্মারকে উক্ত মাওলানাকে পুনরায় বেতন ভাতা প্রদানের আদেশ দেন। সেই আদেশের বলে তাৎক্ষণিকভাবে গত ২ নভেম্বর

মাওলানা শামসুল হক ৯ হাজার ৭শ' ৭৫ টাকা সরকারি অনুদান গ্রহণ করেন। জানা গেছে, এর আগে গত ১৬ অক্টোবর মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদের এক জরুরি সভায় জামাতের জেলা আমীর মাওলানা শামসুল হকের সার্টিফিকেট ভুয়া বলে প্রমাণিত হয় এবং তার বিরুদ্ধে ৩ দফা অভিযোগ এনে ৭ দিনের মধ্যে কারণ

দর্শানোর জন্যে বলা হয়। এর লিখিত জবাবে মাওলানা শামসুল হক ভুয়া সার্টিফিকেট দাখিলের জন্যে ভুল স্বীকার করে কমিটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এদিকে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসনের কয়েকটি দায়িত্বশীল সূত্রে যোগাযোগ করে জানা গেছে, জামাতের জেলা আমীর মাওলানা শামসুল হকের ভুয়া সার্টিফিকেট প্রদান করে চাকরি, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকলের বিরুদ্ধে শিগগির আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।